R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05. 015-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৯ই অগ্রহায়ণ ১৪২১
২৬শে নভেম্বর, ২০১৪

নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

এন.আই.এ.টীম রঘুনাথগঞ্জ ঘুরে গেলেন, কেউ ধরা পড়েনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নাশকতামূলক কাজে যুক্ত কয়েকজনের সন্ধানে এন.আই.এ.টীম রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় তল্লাশী শুরু করেন। রঘুনাথগঞ্জ–২ ব্লকের বড়শিমূল অঞ্চলের ভূতবাগান এলাকা থেকে চিহ্নিত দেশদ্রোহী রেজাউল করীমের বাবা মহঃ আবদুল লতিফ ও ভাই সেন্টু সেখকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২০ নভেম্বর থানায় আনা হয়। নিয়ে আসা হয় রেজাউলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ওসমানপুরের আসিরুদ্দিন সেখকে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। রেজাউলের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে প্রায় ১০০টি প্রি–এ্যাক্ট সীম উদ্ধার হয়। ওগুলো এন.আই.এ–র হেফাজতে। সন্ধান চালানো হয় সম্মতিনগরের ইটভাটা ব্যবসায়ী মহবুল সেখের বাড়ীর ভাড়াটিয়া সহিদ সেখের। সহিদ সাত মাস ধরে স্ত্রী ও দুই কন্যা নিয়ে এখানে বাস করতেন। লালগোলা থানার পন্ডিতপুরে এক মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্ধমানে বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে বাড়ীতে তালা ঝুলিয়ে সপরিবারে সহিদ ফেরার। ২০ নভেম্বর এন.আই.এ প্রতিনিধি রঘুনাথগঞ্জ থানার সহায়তায় চক সাহাজাদপুরে সহিদ সেখের বাড়ীতে ছাপা মারেন। সহিদদের কোন সন্ধান না পেয়ে বাড়ী সীল করে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করেন। বাড়ীর মালিক মহবুল সেখের কথা মতো তার স্ত্রী মেহেবুবা বিবিকে এন.আই.এ দল জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক সাক্ষাতকারে মেহেবুবা বিবি জানান, মাস সাতেক আগে তাঁদের প্রতিবেশী মতিউর সেখের জামাই নুর আলমের অনুরোধে তাদের পুরোনো ফাঁকা বাড়ীটি ভাড়া দেন মাসিক ১০০০

(শেষ পাতায়)

শিক্ষার সঙ্গে ব্যবসা যেন জড়িয়ে না যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিক্ষার সঙ্গে ব্যবসা যেন জড়িয়ে না যায়, রঘুনাথগঞ্জের মিয়াপুরে জাকির হোসেন বি.এড কলেজ আয়োজিত এক শিক্ষা সেমিনারে অংশ নিতে এসে একথা বললেন উদ্বোধক রাজ্য উচ্চশিক্ষা ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আশীষ ব্যানার্জী। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৬৪ বছরে এ রাজ্যে যখন ৩৮টি সরকারী কলেজ হয়েছে, আর আমরা মাত্র ৩ বছরে ৩১টি কলেজের অনুমোদন দিয়েছি। বেসরকারী কোন সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর জন্য উদ্যোগ নিলে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি ভাববে। মুর্শিদাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। চলতি বিধানসভা অধিবেশনে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর জন্য বিল পাশ করেছি। তার মধ্যে দুটি সরকারী এবং দুটি বেসরকারী। এদিন সেমিনারে অংশ নিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের

(শেষ পাতায়)

ঘুষ দিতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের ভাসাই পাইকর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রৌফ ও ঐ স্কুলের এক অশিক্ষক কর্মী ২৫ নভেম্বর জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়াংকা সিংলার হাতে ৩০০০০ টাকা ঘুষ দিতে এসে হাজতে ঢুকলেন। খবর, ২০ নভেম্বর প্রিয়াংকা সিংলা ভাসাই পাইকর স্কুলে তদন্তে গিয়ে মিড–ডে–মিলে ব্যাপক গরমিল ধরে ফেলে প্রধান শিক্ষককে শো–কজ করেন। ২৪ নভেম্বর শো–কজের

(শেষ পাতায়)

ফুলতলা মার্কেট কমপ্লেক্স চালুতে ঢিলেমি চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা সুপার মার্কেট কমপ্লেক্সের ঘরগুলোতে এখনও সাটার লাগানো শুরু হয়নি। গত দুর্গাপূজার আগে সাটারের গাইড বসানো হয়েছে এই পর্যন্ত। প্রায় তিন মাস আগে বোর্ড অব কাউন্সিলারদের এক সভায় ব্যবসাদাররাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মাস দুয়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করে মার্কেট কমপ্লেক্স চালুর প্রতিশ্রুতি দেয় পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সময়সীমা অনেকদিন পার হয়ে গেলেও সাটার, রঙ বা বিদ্যুৎ পরিষেবা কোনটিই

(তিন পাতায়)

লোকশিল্পীর জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নিস্তা গ্রামে লোকশিল্পী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মাষ্টার কালাচাঁদ মন্ডলের ৯৮–তম জন্মদিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে পালিত হলো ১৩ নভেম্বর তাঁর জন্মভিটেয়। ঐ উপলক্ষ্যে লোকশিল্পী মেলার উদ্বোধন করেন

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২১

নির্মল গঙ্গা: উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন

গোমুখী হইতে উৎসারিত গঙ্গা। স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী বলিয়াই পরিচিত। পতিত উদ্ধারিণী পবিত্র সলিলা নামে খ্যাতা এই নদী কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। যুগযুগান্ত হইতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। বিচিত্র পথ ধরিয়া এই নদীর সঙ্গম অভিমুখে অভিযাত্রা।

কিন্তু আজ তাহার সেই পবিত্রতা কোথায় ? কোথায় তাহার জলধালায় সেই স্বচ্ছতা, নির্মলতা ? এই রাজ্যেই ইহার তীরে দাঁড়াইয়া আছে প্রায় ৩৭টি শহর, ৪৪টি পুরসভা। এই সব অঞ্চলে রহিয়াছে ছোট বড় নানা রকমের কলকারখানা। সেখান হইতে নিয়ত নির্গত হইতেছে কারখানার বর্জ্য পদার্থ এবং তাহার ফলে জল হইতেছে দূষিত এবং পূতিগন্ধময়। তাহা ছাড়া গঙ্গা তীরবর্তী পুরসভার লোকালয় হইতে নামিয়া আসিয়া পড়িতেছে নালা নর্দমাবাহিত পথে ময়লা মিশ্রিত বিষাক্ত বর্জ্য জল। নিক্ষেপিত হইয়া আসিতেছে মৃত জন্তুর গলিত শব, যাবতীয় আবর্জনা। হুগলী তীরবর্তী অঞ্চলের শিল্প কারখানা হইতে নিয়তই দূষণকারী পদার্থ আসিয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে নদীজল তাহার স্বচ্ছতা যেমন হারাইতেছে তেমনি হারাইতেছে তাহার নির্মলতা। স্রোতস্বিনীর স্রোতধারায় এখন আবিলতার বিষাক্ত আবর্জনা। ভরসার কথা রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের নজর পড়িয়াছে ইহার উপর। এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হইয়াছে, জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে আলোচনা-সেমিনারের আয়োজন হইতেছে। বিজেপি নেত্রী উমা ভারতী গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছেন।

খবরে প্রকাশ, গঙ্গাজল দূষণ ও নিরোধ ব্যাপারে নজরদারী করিবার জন্য একটি হাইকোর্ট কমিটি গঠিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে গঙ্গা তীরবর্তী ৪৪টি পুরসভাকেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে--কোন অশোধিত বর্জ্য পদার্থ সরাসরি গঙ্গায় যেন না ফেলা হয় এবং নদীর দুই তীরবর্তী ৫০ মিটার এলাকাকে প্লাসটিকমুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে। এই নির্দেশে আরো বলা হইয়াছে যে, তীরবর্তী স্থানে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সরাইবার ব্যবস্থা না করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুরসভার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হইয়াছে। গঙ্গা অতি প্রাচীন এবং পৌরাণিক নদী। যে সমস্ত পুরসভার পার্শ্ব দিয়া এই নদী বহিয়া চলিয়াছে তাহার দেখভালের ব্যবস্থা লইবার প্রস্তাবও ঐ কমিটি দিয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

জঙ্গিপুর পুরসভার দুই পারের বন্ধনে আবদ্ধ গঙ্গা -- যাহা ভাগীরথী নামেও কথিত। বহু ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়া এই নদীর ধারা কোথাও খরস্রোতা কোথাও গতিশীলা। তাহার বুকের ভিতর নিক্ষেপিত পরিত্যক্ত আবর্জনা জঞ্জালের পলস্তরা। স্বচ্ছসলিলা এখন কলুষিতা, নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণে নানান ব্যাকট্রিয়াযুক্তা। এই জলে নদী তীরবর্তী মানুষের প্রাতঃকৃত্য, স্নান ইত্যাকার নানাবিধ কাজকর্ম। ফলতঃই দূষণ তাহার প্রতিটি বিন্দুতে। এই পুরসভার বর্জ্য জল নিষ্কাশনী এবং নিকাশী ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল হইতে ত্রুটিযুক্ত। বাসগৃহের সমস্ত নিকাশী জল এপার এবং ওপারের বেশ কয়েকটি হাইড্রেনে দিয়া নদীর বুকে নামাইবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। জলনিকাশী ব্যবস্থাও সুপরিকল্পিত নয়। অধিকাংশ হাইড্রেন জল জমিয়া থাকে--আবর্জনার আস্তাকুঁড় হইয়া মশকের নিশ্চিন্ত সূতিকাগারে পরিণত।

যে নদীকে মানুষ মা বলিয়া সম্বোধন করে সেই মায়ের বুকে জঞ্জাল আবর্জনা নিক্ষেপ করিতে তাহাদের বিবেকে বাধেনা। দূষণের ফল তো তাহাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। তাহা গঙ্গা দূষণমুক্ত নির্মল রাখিবার জন্য সকল মানুষের সহযোগিতা এবং সচেতনতা, রক্ষণাবেক্ষণের দায়বদ্ধতা একান্তই জরুরী। গঙ্গার উপরিভাগের জলকে মালিন্যমুক্ত কলুষতামুক্ত রাখিবার দায়িত্ব শুধু পুর কর্তৃপক্ষের একার নহে, দায়িত্ব পুরসভার অধিবাসী সকলের। তাহা নিজ নিজ স্বার্থে এবং স্বাস্থ্যের স্বার্থে।

পরিবর্তন ও কিছু কথা

শান্তনু সিংহ রায়

৩৪ বছরের রাম রাজত্বের (থুড়ি বাম রাজত্বের) অবসান হয়ে বহু প্রতীক্ষিত পরিবর্তন এল। দেখতে দেখতে সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল। শান্ত পাহাড়, শান্ত জঙ্গল মহল। গুরুংরা মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়লেও পাহাড়ী মানুষ বুঝে গেছেন রাজনীতিকা খেল্। আবার কিষেণজীর মৃত্যুর পর মাওবাদীরা আপাততঃ রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। স্থানীয় মানুষজন তৃণমূলে ভিড়েছে। মাও-নেতারা বিপ্লবের দিবাস্বপ্ন ছেড়ে এখন সুখনিদ্রা দিচ্ছেন। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী চালু করে মমতাজী আমজনতার (মিডিয়া ছাড়া) তারিফ কুড়িয়েছেন।

২০১৪ সালে ভাজপার দিল্লী দখল। সারা বঙ্গে কংগ্রেস-সি.পি.এম ভোট ব্যাঙ্কে ধস্ নামিয়ে বি.জে.পির উত্থান। বিধানসভায় তাদের প্রথম প্রতিনিধি শমীকের প্রবেশ। বাম ছেড়ে রামে আস্থা রেখে একদা কমিউনিষ্ট (পড়ুন কামিয়ে নিস্) এবং গান্ধীজীর উত্তরসূরীরা এখন তৃণমূল বধে এক জোট হয়েছেন। আমজনতার ত্রাহি অবস্থা। যেতেও কাটে, আবার আসতেও কাটে।

ঘটে গেছে পাড়ুই, চৌমণ্ডলপুর, পার্কষ্ট্রিট, বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা। সর্বোপরি সারদার কাঁটায় প্রতি পদে বিদ্ধ হচ্ছে শাসকদল। তার উপর নব্য ও পুরাতন তৃণমূলীদের নিত্য কাজিয়া। সবক্ষেত্রে দোষীরা সাজা পায়নি, কোথাও প্রোমশনাল পানিসমেন্ট,

(শেষ পাতায়)

নেহরু : ১২৫

শীলভদ্র সান্যাল

হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে
আমার জন্মদিনের আকাশ বাদল মেঘে ঘেরে
ছিলেম সবার চাচা এখন আমায় বাঁচা
এমন টানাটানি ক'রে প্রাণে মারিস নে রে।

হারে রে রে রে রে ওরে কোথায় আছিস কে রে।
কান খুলে শোন্ নব্য যুগের খোকারা সব ধেড়ে।
তোদের ভক্তি-জোয়ার করছে টাগ-অব-ওয়ার
এই বুড়োকে নিয়ে। আবার মরব গ্রহের ফেরে।

হারে রে রে রে রে তোরা এমন গলা ছেড়ে
কানের পর্দা ফাটাস নে রে ! তেরে-কেটে-ধ্রুম্-দেড়ে !
তোদের পুজোর ঠেলায় মনটা পালাই-পালাই
দলাদলি ক'রে আমার দিসনে দফা সেরে।

হারে রে রে রে রে আমার পেছন লাগিস নে রে
মন্ত্র পড়িস না রে তোরা এমন টিকি নেড়ে
আমার বাপের দোহাই এই বেলা দে রেহাই
একশ' পঁচিশ বার্থ ডে-তে একটু শান্তি দে রে।।

'ও আমার দেশের মাটি ! তোমার পায়ে নোয়াই মাথা'

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বুকফাটা করুণ সুরে কবি গেয়েছিলেন যে গান, সে গান যখন কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিত, তখন মনে হইত--কত হতভাগ্য আমরা, কত অসহায় আমরা, আমাদের মাকে আমরা "আমাদের মা" বলিয়া দাবি করিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি। মাঠে রাখাল গরু চরাইত--কবির গভীর দুঃখ তার সম্পূর্ণ বোধগম্য না হইলেও সে গাহিত--

স্বদেশ, স্বদেশ বলিস্ কারে,
এদেশ তোদের নয়।
গঙ্গা আর যমুনা নদী,
এ সব তোদের হতো যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে
জাহাজ কেন বয় !
এই যে ক্ষেত্র শস্যে ভরা,
তোদের নয় এর একটি ছড়া,
চাষের মালিক তোরা কেবল,
গ্রাসের মালিক নয়।

রাখালের মুনিব তার বেতনভোগী চাকরকে এই গান গাইতে শুনে ধমক দিয়ে বলতেন--ওরে ! ও হতভাগা ! এই স্বদেশী গান গেয়ে তুইও মরবি, আমাকেও মারবি। বেটা, ও গান গাইলে কি রক্ষা আছে ? এখনি টিকটিকির কানে গেলে তোকেও বাঁধবে আমাকেও বাঁধবে--যেহেতু তুই আমার পোষা চাকর।

তা হ'লেই আমাদের দশাটা কি ছিল তা সকলেই জানেন। দুখের কথা চেঁচিয়ে বল্লেই "ফলং বন্ধনং" !

আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী-জন্মভূমি ১৪ই আগষ্ট '৪৭ রাত্রি ১২টার পর বন্ধনভয় মুক্তা হ'য়ে আমাদের কোলে নিয়ে আদর ক'রে

(শেষ পাতায়)

।। জঙ্গিপুরের পুরা কথা ।।

হরিলাল দাস

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন যে গণ আন্দোলন শুরু হয় তাই সাঁওতাল হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ ; যাকে বিদেশী শাসকরা বলেছে rebellion রাজদ্রোহ, আন্দোলনকারীরা rebels. সে সময়ের দেশীয় সংবাদপত্রে তার প্রতিধ্বনি--"অদ্যকার সংবাদ অতি ভয়ানক, রাজদ্রোহীগণ অরঙ্গাবাদের পশ্চিমে ৫/৬ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া গোদাইপুর, শহবাজপুর, কালিকাপুর, ঝিকরহাটি, লস্করপুর গ্রাম সকল লুঠ করিতেছে।" ১৮৫৫,১১ জুলাই--'সংবাদ প্রভাকর'। সংবাদে আছে--অদ্য ৫০০ পদাতিক সিপাহী, ৫০টি হস্তি, ৪০ জন অশ্বারোহী সৈন্য মুর্শিদাবাদ হইতে মোঃ অরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছে।" এই বিদ্রোহের কারণ জানাতে কিন্তু বিদেশী হান্টার সাহেব সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছেন--'যে মুহূর্তে কোন সাঁওতাল, জমিদারের বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করত সেই মুহূর্ত থেকেই সেই হতভাগ্য সাঁওতাল জমিদার-মহাজনের শোষণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। সমস্ত বৎসর সে যতই পরিশ্রম করুক না কেন, জমিদার বা মহাজন তার সমস্ত ফসল নিজের গোলায় তুলত। বৎসরের পর বৎসর এভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সাঁওতালটি তার শোষকের জন্য খেটে মরত।' ক্যালকাটা রিভিউ লিখেছে--পুলিশ, রাজস্ব আদায়কারী, ও আদালতের আমলা কর্মচারী এক সঙ্গে মিলে সাঁওতালদের ভয়ঙ্কর শোষণ করেছে। তাদের প্রহার করেছে, অপমান করেছে। ঋণের সুদ ছিল শতকরা ৫০ থেকে ৫০০ টাকা। হাটে বাজারে ভুয়ো দাঁড়ি পাল্লার ওজনে ঠকানো। শেষে দাসত্বের "বণ্ড"। এই সব অমানবিক অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধিকার অর্জন করতে সাঁওতালদের এই জাগরণ, এই বিদ্রোহ। কিন্তু আগ্নেয় অস্ত্রে সজ্জিত সংগঠিত সৈন্যদের সঙ্গে পারবে কেন ? তাই পরাজয়। নানা স্থানে বন্দিদের মধ্যে কিছু বন্দি সাঁওতালকে জঙ্গিপুরে এনে ফাঁসি দেয়া হয় কোর্ট প্রাঙ্গণে, রঘুনাথগঞ্জে। তখন থেকে ফাঁসিতলা নামে এই এলাকা পরিচিত। পাকুড় রাজাদের কুলবিগ্রহ মদনমোহন নিয়ে রাজপরিবার ও কিছু কর্মচারী এখানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন বালিঘাটায়।

জঙ্গিপুরের পুরাকথায় রেশম শিল্পের বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ভ্যালেন্টিনা লিখেছেন-- The greatest silk station of the East India Company। এখানে তিন হাজার লোক গুটি থেকে রেশম তৈরি করত ছয় শত বানুকে বা ফারনেসে। বালিঘাটা কুঠি কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার কিছু সাক্ষ্য বহন করত।

এই মহকুমার বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ধুলিয়ান অনেকদিনই পরিচিত। আগে নদিবাণিজ্য প্রধান ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হান্টার সাহেবের বিবরণে আছে--At Dulian and Jangipur mercantile communitions engaged in river traffic. যমজ শহর রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরে আমদানি দ্রব্যাদি ছিল তামাক, তৈলবীজ, চিনি, ঘি, গম, ছোলা ইত্যাদি। বর্ষার সময় ভেলা বেঁধে কাঠের গুড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যেত।

জঙ্গিপুরে যে টোল অফিস এখনও নামে বিদ্যমান। সেখানে নৌ শুল্ক বা টোল আদায় করা হত বাণিজ্য নৌকো থেকে। স্যর যদুনাথ সরকারের লেখা থেকে জানা যায়--১৮৩৬ সালে পথে মাল পরিবহনে চুঙ্গিকর উঠে গেলে টোলঘাটে আদায়ের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় নৌ বাণিজ্যের প্রসারে। (চলবে)

'হেমন্ত ফুরায়েছে সময়ের কুয়াশায়'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বারোমাসে তেরো পার্বণ। একরকম সারাবছর জুড়েই নানান স্বাদের নানান মাপের উৎসব। কোন ছেদ নাই। উৎসবপ্রিয়তা আমাদের সহজাত। অভাব-অনটন নানাধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমরা উৎসবকে ভুলতে পারিনা। উৎসব পালনের মধ্যে আগের মত স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ প্রাচুর্য না থাকলেও আমরা পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

ঋতুচক্রের আবর্তনে এখন হেমন্ত। দীপালিকায় আলো জ্বালাবার পালা শেষ। ফুলের বাগান এখন শূন্য। খাল-বিল-নদীর ধারে ক্ষয়াটে রোগীর মত কাশগুচ্ছ। মাঠের সোনালী ধান কাটা হচ্ছে জোর গতিতে। কুমারী মেয়ের সিঁথির মত অনেক ফাঁকা মাঠ। ঘরে পৌঁছাচ্ছে সোনালী ধান। মাটি এখন 'সুখের শীতল পাটি।' এই নোতুন ধান দিয়েই 'নবান্ন' উৎসব। রাঢ়বাংলার এক লোকায়ত পরব।

'নবান্ন' বলতেই মনের আয়নায় ভেসে ওঠা একান্নবর্তী পরিবারের চালচিত্র। আগের দিন সারা গ্রামে সাজো সাজো রব। নবান্নের দিন পুজো না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাওয়া যাবেনা। মাটির বাড়ির দোতালার বারান্দায় ঢালা বিছানা। এক কোণায় মুড়ির টিন। পাশেই আখের গুড়ের ছোট টিন। সূর্য ওঠার আগেই আমরা ছোটরা একবাটি করে গুড়মুড়ি খেয়ে নিতাম। পুজোপাঠ শেষ হতে বেলা হত। গ্রামের সব দেব-দেবীর মণ্ডপে নবান্নের পুজো পাঠ। তারপর আমার স্বর্গত: পিতৃদেব বাড়ি ফিরতেন। তারপর শুরু হত নবান্নের প্রসাদ ভক্ষণ। ঢেঁকিতে ছাঁটা নোতুন আতপচালগুঁড়ো। এর সঙ্গে যুক্ত হত দুধ-কলা-বাতাসা-আখ-পানিফল। মিষ্টির মধ্যে থাকত কদমা-প্যাড়া। মাঝে মাঝে রসগোল্লা। আমাদের গ্রামে তখন একটি মিষ্টির দোকান। সম্পন্ন গৃহস্থেরা গঞ্জ থেকে নিয়ে আসতেন রকমারী দামী মিষ্টান্ন। আমাদের বড় সংসারের সে সামর্থ্য ছিলনা। তবে এই আয়োজনের মধ্যে ছিল এক আনন্দ-উত্তেজনা। সারা গ্রাম নবান্নের আনন্দে মাতোয়ারা। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে 'নবান্ন' খাওয়া। কী আনন্দ ! কী আনন্দ !

দুপুরে কলাপাতা কেটে আনতেন বাবা। বারান্দায় সার সার কলাপাতা। নোতুন চালের ভাতের গন্ধ। জমির কলাইয়ের ডাল। নানান ধরনের ভাজা। শাক-চচ্চড়ি-তরকারী-টক। শেষ পাতে বালিয়া অথবা দোগাচী থেকে আনানো সামান্য দৈ। পর দিন বাসী নবান্ন। রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় 'বাসী লবান।' গ্রামের দিকে নবান্নের সেই চিরায়ত মেজাজটা কিছুটা আছে। একেবারে হারিয়ে যায়নি। একান্নবর্তী পরিবারগুলো ক্রমশঃ যাচ্ছে ভেঙে। মনগুলোও হয়ে পড়ছে সঙ্কীর্ণ। কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে আমরা আমাদের পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। গ্রাম এখন শহরমুখী। তাই আগের মত গ্রামের সেই হেমন্তের সকাল - ধানের গন্ধ, কলাইয়ের ডালের স্বাদ--সেই নবান্নের মাতন আর খুঁজে পাইনা। এখন যেন--'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে/এরকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে সময়ের কুয়াশায়।' (জীবনান্দ)

ছোটবেলায় তো জীবনানন্দ পড়িনি। নামও সেভাবে শুনিনি। এখন গ্রামবাংলার 'নবান্ন' উৎসব নিয়ে ভাবতে বসলেই রূপসীবাংলার কবির কয়েকটি চরণ থেকে মনে পড়ে যায় 'এই খানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে।/ এ পাড়ার বড়ো মেজো .... ও পাড়ার দুলে বোয়েদের ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত। / এখন টুঁ শব্দ নেই সেই সব কাক পাখিদের।' এখন বাংলার 'লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।' মানুষের মধ্যে আর শান্তি নাই। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধর্মীয় চোরা আবর্তে মানুষ দিশেহারা। মন জ্বলছে। জ্বলছে জঠর--বাড়িঘর। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মানুষ। এর মধ্যেই চলছে উৎসব পালন। পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষীণ প্রয়াস।

মার্কেট কমপ্লেক্স ..... (১ পাতার পর)

চালু হয়নি। এ আক্ষেপ ওখানকার জনৈক ব্যবসায়ী সাইদুর রহমানসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান মোজাহারুল ইসলামের বক্তব্য, জিয়াগঞ্জের সোনালি কনস্ট্রাকশন ২০১০-এ ৭ % লেশে কাজটি ধরে। সাটার ও রঙের কাজ ওদের দায়িত্বে। সাটারগুলো সত্বর বসানোর জন্য দিন ১০ আগে ফোন করেছিলাম। ওরা না করলে আমরা করে দেব বলেছিলাম। কনট্রাকটর জঙ্গিপুরে সাটার তৈরীর কাজ হচ্ছে। দিন ৭ এর মধ্যে লেগে যাবে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখনও এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। আজই আবার যোগাযোগ করছি। ট্রান্সফরমারের জন্যও জানিয়েছি বিদ্যুৎ দপ্তরকে, ওখানেও খোঁজ নিচ্ছি। ব্যবসায়ীদের অসুবিধার কথা আমরাও অনুভব করছি।

এন.আই.এ.টীম ..... (১ পাতার পর)

টাকায়। রঘুনাথগঞ্জ আইলের উপরে নুর আলমের বই–এর দোকান আছে। তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এবারের তদন্তে কেউ ধরা পড়েনি। সহিদ সেখের স্ত্রী ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে বোরখা তৈরী করতেন বলে আশপাশের প্রতিবেশীরা জানান। তদন্তকারী দল ২০ নভেম্বরই রঘুনাথগঞ্জ ত্যাগ করেন।

শিক্ষার ..... (১ পাতার পর)

মধ্যে হিমাচল প্রদেশের কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল এডুকেশন বিভাগের ডিন মনোজকুমার সাক্সেনা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস এন্ড কমার্স ফ্যাকাল্টির ডিন সুমিত মুখোপাধ্যায়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি.সি.ভট্টাচার্য্য, কলকাতার সম্মিলনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মদনমোহন শীল, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জীব মির্ধা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই বি.এড কলেজের কর্ণধার জাকির হোসেন বলেন, জঙ্গিপুর মহকুমা পিছিয়ে পড়া এলাকা। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্যারা–মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন। আমাদের জমি ও পরিকাঠামো রয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করেছি। রাজ্য সরকারের সহযোগিতা পেলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ গড়ার কাজেও এগিয়ে যেতে পারব। ১৫ ও ১৬ নভেম্বর দুই দিনের 'আধুনিক শিক্ষা এবং ইহার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এই সেমিনারে প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং বহু আগ্রহী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

লোকশিল্পী ..... (১ পাতার পর)

চারণকবি শ্রীচরণ মন্ডল। মিলন ভাস্করের বাউল গানে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। কালাচাঁদের পুত্র ডাঃ ভরতচন্দ্র মন্ডল অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

পরিবর্তন ও কিছু কথা ..... (২ পাতার পর)

আবার কোনও ক্ষেত্রে পিঠ চাপড়ানি। সাবাস ! বেশ করেছ। আমরা ক্ষমতায়, আমাদের বিরুদ্ধতা। এথেকেই ক্ষোভ বাড়ছে, মানুষ ক্রমশঃই আস্থা হারাচ্ছেন, হতাশ হচ্ছেন। আর স্ফীত হচ্ছে বি.জে.পির ভোট ব্যাঙ্ক। আগামী পুরসভার নির্বাচন যার সেমি ফাইনাল। বিগত নির্বাচনগুলির সাফল্য গুলিয়ে দিয়েছে শাসক দলের মাথা। কারণ এখনও তৃণমূলের ভোট বাক্সে এর প্রভাব পড়েনি। কিন্তু বামফ্রন্টের ২০০৬ এর বিপুল সাফল্যের পর সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ে। সুতরাং সারদা এবং বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের প্রভাব যদি পড়ে ২০১৫–র পুর নির্বাচনে, তাহলে ২০১৬ এর বিধানসভা হবে মমতা ব্যানার্জীর অগ্নিপরীক্ষা। কারণ ২০১১ সালের বিরোধী নেত্রী ২০১৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। স্বভাবতঃই মানুষের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। ৩৪ বছরের অবদমিত আকাঙ্খাগুলি পূরণের বিপুল প্রত্যাশা। বাস্তব ও রূপায়ণের ফারাকটা আমজনতার বোধগম্যের বাইরে। তাই নরেন্দ্রমোদীর নেতৃত্বে যে অশ্বমেধের ঘোড়াটা ছুটছে তাকে প্রতিহত করতে এখনই প্রতিক্ষেত্রে সহনশীলতা, সংযম এবং উপযুক্ত নিদানের ব্যবস্থা না করলে 'পরিবর্তনের পরিবর্তন' শিয়রে উপস্থিত। মুর্শিদাবাদ–মালদা বাদে সারা রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটের অভিমুখ যদি 'নরেন্দ্রমুখী' হয়, তখন লড়াইটা কিন্তু তীব্র হবে। সম্প্রতি এই বঙ্গে

ঘুষ দিতে ..... (১ পাতার পর)

উত্তর দেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু তাতে দুর্নীতি চাপা পড়ে না। তাই পরদিন নগদ ৩০০০০ টাকা সমেত মহকুমা শাসকের চেম্বারে ঢোকেন প্রধান শিক্ষক আব্দুর রৌফ। মহকুমা শাসকের নির্দেশ মত স্থানীয় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এমাসেই প্রধান শিক্ষক অবসর নেবেন বলে জানা যায়।

ও আমার দেশের ..... (২ পাতার পর)

বললেন––পরাধীন সন্তানগণ আজ তোমরা স্বাধীনতার আস্বাদ পেলে, তার জন্য ভগবানকে সভক্তি ধন্যবাদ জানাও। তিনি তোমাদের সর্ব্ববিধ সুখশান্তি বিধান করবেন।

সন্তানগণ তোমরা দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে মাকে ভাগের মা করেছ, তা বেশ করেছ। তবে আর কেন গোলমাল, মারামারি কাটাকাটি ক'রে শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করছো, বাবা সকল ! সুখে খেতে ভূতে কীলোচ্ছে বুঝি ?

সত্যি কথা, মা যদি এ কথা বলেন, আমাদের জবাব কি ভাই, বলতে পার ? কোন জবাব নাই। কংগ্রেস ভারতীয় ইউনিয়ন পেয়েছেন, মুস্লিম লীগ পাকিস্থান পেয়েছেন। এইবার আপন আপন স্থানে মিলেমিশে থাকার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবন্দ কত রকম বিবৃতি দিয়েছেন। আমাদের যার যে স্থানে বাস তার জাতীয় পতাকাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া উচ্চৈস্বরে বলি––

"ও আমার দেশের মাটি––
তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।"

সমস্বরে চিৎকারে করিয়া বলি––

স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ। **(প্রকাশকাল ১৩৭২)**

বি.জে.পির সর্ব কনিষ্ঠ মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় হয়েছেন, সংখ্যালঘু মন পেতে মুক্তার আব্বাস নাকভিকেও মন্ত্রী করা হয়েছে। তাই শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাই নন ; সংখ্যালঘু মানুষজনও বি.জে.পিতে আস্থা রাখছেন। পাড়ুই–চৌমণ্ডলপুরের ঘটনা তারই ইঙ্গিত বহন করছে। সুতরাং দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ফলে যে জগদ্দল পাথরটা সরিয়ে নতুন সকাল এসেছে তা যেন আগের থেকে আরো অন্ধকার না হয় তার দায় ও দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেই নিতে হবে। তবেই পরিবর্তন স্থায়ী হবে। নচেৎ 'পরিবর্তনের পরিবর্তন' নামক হাওয়াটা বামের বদলে ২০১৬ -তে রামে বইতে পারে তার ইঙ্গিত এখন গ্রামগঞ্জেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই বাস্তব থেকে প্রকৃত সত্যটা উপলব্ধি করতে হবে। দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের 'ভোটামৃত' ছড়ার কয়েকটি লাইন দিয়ে এ লেখা শেষ করব, যা কলকাতা শহরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় লিখিয়ে নিয়েছিলেন––

এবারে আবার মশায়, দেখাইতে অধ্যবসায়
নামিয়াছি ভোটের সমরে।
যত দৈনিক ও সাপ্তাহিকে, এবারে করেছি ঠিকে,
যাহে লিখে সবে মোর 'ফরে'।
(তারাও 'ফুরচুন' ফিরাইবে)আমার 'ফরে' লিখবে যারা,
(গেছি) চালের দোষে, বেচাল হয়ে গতবারে ঠকি
(এবার) শক্ত 'জকি' পিঠে আমার, তবুও ঠকবো কি ?
কুছ পরোয়া নেহি, এবার হুইপ বেড়ে করবে 'হুইপ'
কুছ্ পরোয়া নেহি
'গ্যালপে' চলেছি দাদা, করিব 'উইন' রে–
দোহাই ভোটার যেন কোরোনা 'রুইন' রে।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।